একুশ মানে মাথা নত না করা

আজ অমর একুশে। বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। '৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিগতভাবে সচেতন করেছে, চালিত করেছে মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে। এখন একুশ শুধু আমাদেরই নয়, দিনটি আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। একুশে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাই এ দিনটি আজ পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দিন।

১৯৪৮ সাল থেকেই ভাষা আন্দোলনের একটি ধারাবাহিকতা গড়ে উঠেছিল। তবে এ কথাও বলা দরকার, ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা নিয়ে কলকাতার বাঙালি মুসলমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনা শুরু হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাতৃভাষা বিষয়ে বাঙালির আবেগ তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন গণপরিষদে বাংলা ভাষার কথা তুললেন, তখন তাকে বরং তিরস্কারই করা হয়েছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের সময়টি হচ্ছে ভাষা নিয়ে বাঙালির সচেতনতা সৃষ্টির তাৎপর্যপূর্ণ সময়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পর্কে যখন থেকে বাঙালিরা অবহিত হচ্ছিল, তখন থেকেই মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে। যার ফলে জন্ম হয় একুশের, একটি নতুন ইতিহাসের। যার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয় বাংলা নামের একটি দেশের।

একুশ আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়, পথ দেখায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের মধ্যে যে জাতিগত চেতনা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল, তা পরবর্তীকালের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছে। তাই বলতে হয়, ভাষার লড়াই শুধু অধিকার আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধারাকে পুষ্ট করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একুশ ছিল প্রেরণার উৎস।

একুশ মানে প্রকৃত অর্থেই মাথা নত না করা। একুশের চেতনা ধারণ করেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সে চেতনা ধারণে ব্যর্থ হয়েছি। একুশের মাস এলেই এই ব্যর্থতাগুলো চোখে পড়ে, কিন্তু সে চেতনার বাস্তব রূপায়ণে যে ব্যর্থতা রয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার ঐকান্তিক প্রচেষ্টারও দেখা মিলছে না। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার বিষয়টি স্লোগান হিসেবেই টিকে আছে, বাস্তবে বাংলাকে সমৃদ্ধ না করার প্রবণতাই প্রকট। মাতৃভাষাকে ভালোবাসা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি অন্য ভাষাকে অবজ্ঞা করাও একুশের পরিপন্থী। আমাদের দেশে যে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিরও পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া দরকার।

এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার যে, একুশের বিশ্বায়ন ঘটেছে। যাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের এই মহান অর্জন, সেই সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ ভাষাশহীদদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা। সকল ভাষাসৈনিকের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা রইল। শহীদস্মৃতি অমর হোক।